দৈনিক খবর 09

তারিখ ... ৮।৯।৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আজ ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এই অংগীকার আমাদের রয়েছে। এই অংগীকার যথাযথ পালনে দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয় যে আপনার আমরা সকলের বিশেষ করে দেশের প্রতিটি শিক্ষিত সচেতন মানুষ এই ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠবেন, এমন প্রত্যাশা আমরা করছি। ১৯৬৭ সন হতেই সমগ্র বিশ্বে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ তথা ইউনিস্কোর আহবানে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গণশিক্ষা কার্যক্রমের বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোর, যুবক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ক্ষরতাদানের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে এই কার্যক্রমের অন্যতম একটি দিক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং সকল উন্নয়নের মূল ভিত্তি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে শিক্ষার হার খুবই কম। শিক্ষার এই নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করতে হলে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক শিক্ষা ও বড়দের শিক্ষাসহ সাক্ষরতা অভিযান জোরদার করতে হবে।

সাক্ষরজ্ঞানহীন কারা? কেনই বা তারা সাক্ষরজ্ঞানহীন? কারণ, এরা এমন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা কোনদিন বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়নি বা পেলেও এক সময় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরেছে। তারা জীবনের কোন এক সময় কিছুটা সাক্ষরজ্ঞান অর্জন করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে উপযুক্ত সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীর অভাবে তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে পড়েছে।

তাহলে সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি? প্রত্যেক দেশে এই সংজ্ঞা স্ব-স্ব দেশের প্রয়োজনের ও চাহিদার ভিত্তিতে স্থির করা হয়ে থাকে। এক দেশের সংজ্ঞা অন্য দেশের সংজ্ঞার সাথে মিল নাও থাকতে পারে। একসময় ছিল যখন টিপসই দেবার ক্ষমতাকে বলা হোত সাক্ষরতা।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাক্ষরতার সংজ্ঞা ছিল পরে বুঝে চিঠি লেখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা। আর ইউনেস্কোর সংজ্ঞা হচ্ছে' অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে যে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয় তাকেই ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলে'।

একটি সারক্ষজ্ঞান সম্পন্ন সমাজ তৈরী করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হয় যখন স্বাস্থ্য, চাকরি, কৃষি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একইভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা ও কর্মসূচী সমন্বয়ের সাধনের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সামগ্রিক সমন্বিত পদক্ষেপ থাকা দরকার। আর একটি বিষয় হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় যতদিন মেরুকরণ থাকবে অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় যতদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল

ইউনেস্কো গত কয়েক বছর যাবত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা এবং অন্যদিকে সাক্ষরতা কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং একই সংগে মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এ বছরে 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস' উপলক্ষে ইউনেস্কোর শ্লোগান হচ্ছে-'একটি মেয়েকে শিক্ষিত করতে পারলে একটি জাতিকে শিক্ষিত করা যায়।'।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে ৫২৫০ কোটি। তন্মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি লোক বর্তমানে অক্ষরজ্ঞানহীন। এর বেশীর ভাগ হচ্ছে মহিলা। এশিয়া মহাদেশে তিন-চতুর্থাংশ নিরক্ষর রয়েছে যাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি ৭০ লাখ। নিরক্ষরতার মানচিত্র আর দরিদ্রতার মানচিত্র একই। একজন নিরক্ষর বলেই সে দরিদ্র এবং যেহেতু সে দরিদ্র সেহেতু সে নিরক্ষর। বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশেই এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে উন্নত দেশে যারা ব্যবহারিক শিক্ষায় কোনদিন শিক্ষিত হয়নি সেই শ্রেণীর লোকজন, সাধারণতঃ বেকার দলের অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নিরক্ষরতা এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা দেশের সকল উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

সাম্প্রতিককালে এক জরীপে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্ভর হার হ্রাস পেয়েছে। কারণ অনেক অভিভাবকেরাই এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে চাকরি লাভের সার্টিফিকেট হিসেবে দেখে না অথবা শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন যাত্রার উন্নতি হতে পারে বলে মনে করে না। এছাড়া একথা অপ্রিয় হলেও সত্যি যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান বর্তমানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরফলে ব্যক্তিগত বৃদ্ধিও বিকাশের কোন পথ নেই। শিক্ষক ক্লাশে এসে তোতা পাখীর মতন পড়ান তাতে ছাত্ররা কোন আকর্ষণ পায় না এবং ধীরে ধীরে তাদের যে আকর্ষণ পূর্বে ছিল তা লোপ পায়। এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তো দূরের কথা বর্তমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তা আরও বৃদ্ধি হবে।

এই প্রেক্ষাপটে দেশের জাতীয় অংগীকার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং অগ্রগণ্যতা থাকতে হবে। সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। কিছু বই প্রণয়ন বা ছাপানো বা গ্রামে গ্রামে কিছু পাঠ কক্ষ স্থাপন করার মাঝে সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য বয়ে আনবে না বরং যতক্ষণ না নিরক্ষর লোকদের মধ্যে সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি না হয় ততদিন সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

বর্তমান সরকারের গণশিক্ষার প্রতি রাজনৈতিক অংগীকার থাকার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার নতুন একটি পরিবেশ বর্তমানে রয়েছে। এর সুযোগ নেবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে যথাযোগ্য পরিমাণে সম্পদের বিনিয়োগে এবং সরকারী ও বেসরকারী দুই তরফ থেকে সময়োপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ।

গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার মত উপযুক্ত জনশক্তির অভাব দেশে নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সর্বোপরি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি-এর কর্মীরা রয়েছে। শিক্ষা সরঞ্জাম এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং দরকারী সহায়তা পেলে তারা একাজ করতে পারবেন।

জাতীয় ভিত্তিতে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা আর পাঁচটি সাধারণ প্রকল্পের মত কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক সীমিত আকারের নির্বাহী কাজ নয়। এর পরিধি ব্যাপক ও অংশ উপাদানসমূহ জটিলতাপূর্ণ। বাস্তবায়নের দৃষ্টি ভংগী থেকে এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন গণজাগরণ ও গণমানুষের সম্পৃক্ততা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা।

(পিআইডিফিচার)